ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও লালচে রেখা রোগের প্রাদুর্ভাব ও করণীয়

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও ব্যাকটেরিয়াজনিত লালচে রেখা আউশ, আমন এবং বোরো মওসুমে ধানের অন্যতম দু'টি রোগ। বন্যা পরবর্তী সময়ে এ রোগ দু'টি বেশী দেখা যায়। অনেক সময় অতি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার পরে পাতার অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং এ রোগগুলোর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সারের ব্যবহার, উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রোগগুলোর জন্য অনুকূল। অতি উর্বর, জলাবদ্ধ এবং ছায়াযুক্ত জমিতে রোগগুলো বেশী হয়। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে এ রোগগুলো ধানের ফলনের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া

- রোগের শুরুতে পাতার অগ্রভাগ বা কিনারায় পানি চোষা শুকনা দাগ দেখা যায়।
- দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা হলুদ রং ধারণ করে পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে।
- শেষের দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং ধূসর বা শুকনো খড়ের মত রং ধারণ করে।

চিত্র. পাতাপোড়া রোগের লক্ষণ

ব্যাকটেরিয়াজনিত লালচে রেখা

- এ রোগের লক্ষণ পাতার শিরা বরাবর লম্বালম্বিভাবে লালচে রেখা দেখা যায়।
- রেখাগুলো প্রথমে হালকা হলুদ রঙের এবং ভেজা মনে হয়। সূর্যের দিকে ধরলে দাগগুলোর ভিতর দিয়ে আলো দেখা যায়।

চিত্র. লালচে রেখা রোগের লক্ষণ

রোগ দু'টি দমনে করণীয়

- ঝড়-বৃষ্টি অথবা রোগ দেখা দেওয়ার পরপরই ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- সুষম সারের ব্যবহার রোগ দু'টি দমনে কার্যকর। বিশেষতঃ ইউরিয়া সার সঠিক মাত্রায় কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম জিংক সালফেট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে থোড় বের হওয়ার আগে এ রোগগুলো দেখা দিলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে (AWD) সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সহ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ / নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অফিস (ডিএই) / বিএডিসি অফিসে যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (নাগরিক তথ্য সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর); ০২-৪৯২-৭২০৫৪ (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর); www.brri.gov.bd

কপি সংখ্যা: ২০,০০০; ব্রি প্রকাশনা নম্বর: ৩০৪; প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২১